# সূচিপত্র

## প্রথম অধ্যায়


প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন ..... ১৩
ভয় ও আশার সমন্বয়ে প্রার্থনা ..... ১৪
আস্থার অনুপাতে সাহায্য ..... ১৫
আস্থা হারাবেন না ..... ১৬
রুকইয়া শারইয়্যা : রাসূলের একটি সুন্নাহ চিকিৎসা ..... ২১
রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা ..... ২২
যে ঝাড়ফুঁক রুকইয়া শারইয়া হবে না ..... ২৩
ইসলামে রুকইয়ার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা ..... ২৪
কী কী রোগে রুকইয়া করা যায়? ..... ২৬
রুকইয়া করার উত্তম পন্থা ..... ২৯
রুকইয়ার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা ..... ৩০
রুকইয়া কি অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য? ..... ৩৪
অন্যের জন্য রুকইয়া পড়ুন ..... ৩৫
রুকইয়া করে কি পারিশ্রমিক নেওয়া যায়? ..... ৩৫
রুকইয়া ফলপ্রসূ হওয়ার পূর্বশর্ত ..... ৩৬
রুকইয়ার জন্য অপরিহার্য তিনটি বিষয় ..... ৩৭
রাকী ও রোগীর প্রতি সাধারণ নির্দেশিকা ..... ৩৮

প্রকৃত রাকীর গুণাবলি ..... ৪০
রুকইয়া পাঠের পাশাপাশি আরও যা যা প্রয়োজন হতে পারে ..... ৪৩
রুকইয়ার অডিও শ্রবণ ..... ৪৩
রুকইয়ার গোসল ..... ৪৪
হিজামা বা কাপিং থেরাপি ..... ৪৫
যে-সমস্ত রোগে হিজামা উপকারী ..... ৪৬
সদাকা করুন ..... ৪৬
জমজমের পানি ..... ৪৭
মধু ও কালোজিরা ..... ৪৮
সালাত পড়ে দুআ করা বিশেষত মধ্য রাতের সালাত ..... ৪৮

## দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রচলিত তাবিজ ..... ৫০
যে তাবিজে শুধু কুরআন-হাদীস লেখা হয় ..... ৫১
সংখ্যা-পদ্ধতিতে তাবিজ ..... ৫৫
গণক বা জাদুকরদের মাধ্যমে চিকিৎসা ..... ৫৭
গণক চিনবেন কীভাবে? ..... ৫৯
গণকের বৈশিষ্ট্য ..... ৫৯
জিনের সাহায্যে তদবীর ..... ৬১
জিন ও কবিরাজ : কে কার অনুগত ..... ৬৩
জাদুর সাহায্যে চিকিৎসা ..... ৬৫
তাবিজের পোশাকে প্রচলিত জাদু ..... ৬৬
জাদুর মাধ্যমে কি জাদু কাটানো জায়েজ? ..... ৬৭

## তৃতীয় অধ্যায়


জিনের ধারণা ..... ৬৯
জিন বিষয়ে সঠিক আকীদা ..... ৬৯
মানুষ কি জিন দেখতে পারে? ..... ৭২
জিন আগুনের সৃষ্টি হলে আল্লাহ তাকে আগুনে জ্বালাবেন কীভাবে? ..... ৭৩
মানুষের উপর জিনের আছর ..... ৭৪
জিনের আছরের প্রকৃতি ..... ৭৫
মানুষের দেহে জিনের প্রবেশ বা আছরের পদ্ধতি ..... ৭৭
জিনের আছরের লক্ষণ ..... ৭৭
জিন কেন মানুষকে আছর করে? ..... ৭৯
জিন থেকে নিরাপদ থাকার টিপস ..... ৮০
জিনের আছরের রুকইয়ার পূর্বকথা ..... ৮২
রুকইয়ার সময় রোগীর মাঝে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে পারে ..... ৮২
জিনের আছরের রুকইয়া ..... ৮৩
রুকইয়া পাঠের সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ..... ৮৩
রোগীর কাছে জিন হাজির হওয়ার লক্ষণসমূহ ..... ৮৪


## চতুর্থ অধ্যায়


কালো-জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক ..... ৮৭
কালো-জাদুর প্রাথমিক ধারণা ..... ৮৮
জাদু বিষয়ে মুমিনের বিশ্বাস ..... ৮৮
জাদুর বিধান ..... ৯০

জাদুর প্রকৃতি ও প্রকার ..... ৯১
জাদু বা ম্যাজিক ..... ৯৩
জাদুর সাধারণ লক্ষণ ..... ৯৩
জাদুর মোকাবিলায় করণীয় ..... ৯৪
জাদু থেকে সুরক্ষা ..... ৯৫
সমস্ত জাদুর চিকিৎসা ..... ৯৬
জাদু বা পূর্বের তদবীর নষ্ট করার পদ্ধতি ..... ৯৭
রুকইয়ার মাধ্যমে জাদুর সমস্যা নির্ণয় ..... ১০০
জাদু নিয়ে আরও কিছু কথা ..... ১০১
কালো-জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক করার পদ্ধতি ..... ১০২
জাদুকর কীভাবে জিনের সহযোগিতা নেয় ..... ১০২
জাদু, কারামত ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য ..... ১০৪
জাদুর ব্যাপকতা ও ক্ষেত্রসমূহ ..... ১০৫
বিয়ে ভাঙার নিমিত্তে জাদু ..... ১০৬
বিয়ে ভাঙার জাদুর লক্ষণসমূহ ..... ১০৬
বিয়ে না হওয়া মানেই জাদু নয় ..... ১০৭
বিয়েসংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ ..... ১০৯
বিয়ে হওয়ার আমল ..... ১১০
ভালোবাসা তৈরির জাদু ..... ১১১
ভালোবাসার জাদু বা তাওলিয়া কেন করা হয়? ..... ১১১
ভালোবাসার জাদুর মন্দ প্রভাব ..... ১১২
ভালোবাসার জাদুর মোকাবিলায় কিছু পরামর্শ ..... ১১২
সম্পর্ক ছিন্ন করার জাদু ..... ১১৩
সম্পর্কেচ্ছেদের জাদুর বেলায় পরামর্শ ..... ১১৪
বিভ্রাট বা দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টির জন্য জাদু ..... ১১৫
মস্তিষ্ক বিকৃতির জাদু ..... ১১৫
ইস্তেহাযার জাদু : অনিয়মিত ঋতুস্রাব নারীদেহের একটি সাধারণ জটিলতা ..... ১১৬

অনিয়মিত ঋতুস্রাবের ধরন, কারণ ও পরামর্শ ..... ১১৬
জিনের আছরে কি অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমস্যা হতে পারে? ..... ১১৭
অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমস্যায় করণীয় ..... ১১৮
সম্পদ বা ব্যবসায় ক্ষতির জাদু ..... ১১৯
ইসলামে লাভ লোকসানের ধারণা ..... ১২০
সম্পদ কখন আল্লাহর অনুগ্রহ? ..... ১২১
সম্পদ বা ব্যবসায় জাদুর প্রভাবের বাস্তবতা ..... ১২২
বিষণ্ণতার জাদু ..... ১২৭

## পঞ্চম অধ্যায়

বদনজর ..... ১৩১
বদনজরের ধারণা ..... ১৩২
বদনজরের বাস্তবতা ..... ১৩৩
বদনজরের প্রভাব ..... ১৩৪
বদনজরের লক্ষণ ..... ১৩৫
বদনজর থেকে সুরক্ষার উপায় ..... ১৩৬
বদনজরের রুকইয়া ..... ১৩৭
বদনজর থেকে বাঁচার জন্য যা-কিছু করা যাবে না ..... ১৩৮
ওয়াসওয়াসা ..... ১৩৯
ওয়াসওয়াসার ধারণা ..... ১৩৯
ওয়াসওয়াসার উৎস ..... ১৪১
ওয়াসওয়াসার প্রকার ..... ১৪৩
শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও নফসের ওয়াসওয়াসার মাঝে পার্থক্য ..... ১৪৪
ওয়াসওয়াসার বিধান ..... ১৪৪
ওয়াসওয়াসা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিকার ..... ১৪৫

কীভাবে ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপদ থাকবেন ..... ১৪৬
বাতাস-লাগা ..... ১৪৭
পরামর্শ ..... ১৪৮
বোবায় ধরা ..... ১৪৮
বোবায় ধরার লক্ষণ ..... ১৪৯
বোবায় ধরার কারণ ..... ১৫০
স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন ..... ১৫০
স্বপ্নের প্রকার ও প্রকৃতি ..... ১৫০
বোবায় ধরলে ও দুঃস্বপ্ন দেখলে পরামর্শ ..... ১৫১

## ষষ্ঠ অধ্যায়

মানসিক ব্যাধি / Mental Disorder ..... ১৫৩
তীব্র ধরনের মানসিক রোগ ..... ১৫৪
যেসব কারণে মানসিক রোগ হতে পারে ..... ১৫৪
মানসিক রোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ ..... ১৫৭
কিছু মানসিক রোগের বিবরণ ..... ১৫৯
- সিজোফ্রেনিয়া ..... ১৫৯
- হিস্টিরিয়া ..... ১৬১
- হ্যালুসিনেশন ..... ১৬২
- পরামর্শ ..... ১৬৩
- মৃগীরোগ ..... ১৬৪
- বাইপোলার ডিসঅর্ডার ..... ১৬৪
- বিষণ্ণতা ..... ১৬৪

মানসিক রোগ ও জিন-জাদুর পার্থক্য ..... ১৬৬
মানসিক সমস্যার জন্য কি রুকইয়া প্রযোজ্য? ..... ১৬৭

# সপ্তম অধ্যায়


রুকইয়ার পাঠ ..... ১৭০

জাদু-বদনজর-জিনের আছর ও ওয়াসওয়াসার জন্য কমন রুকইয়া ..... ১৭১

সাধারণ অসুস্থতার রুকইয়া ..... ১৮২

বদনজর ও সমস্ত সমস্যায় শিশুর জন্য রুকইয়া ..... ১৮৫

হারকের রুকইয়া ..... ১৮৮

সুরক্ষার জন্য দৈনন্দিন জীবনের কিছু মাসনূন পাঠ ..... ১৯২

# প্রথম অধ্যায়

## প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার একনিষ্ঠ ইবাদাতের জন্য। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর কোথায় কখন কোন আদেশ, তা জানা এবং সেগুলো মান্য করা। আল্লাহর আদেশসমূহ মান্য করার নামই ইবাদাত। ফেরেশতাগণ (মালাকগণ) আদম আলাইহিস সালাম-কে সাজদা করার কারণে একনিষ্ঠ মুমিন; আর ইবলিস সাজদা না করার কারণে পাপিষ্ঠ কাফির। ফেরেশতাগণ সাজদা করে আল্লাহর আদেশ মান্য করেছেন আর ইবলিস অহংকারভরে সাজদা না করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে। ইবাদাত মানে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পিতা মূর্তিপূজা করতেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার বাবাকে বললেন,

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

'বাবা! আপনি শয়তানের ইবাদাত করবেন না।'[১]

মূর্তিপূজাকে তিনি শয়তানের ইবাদাত বললেন, কারণ তা শয়তানের আদেশেই তো হয়ে থাকে। কাজেই ইবাদাত মানে আনুগত্য। যার আনুগত্য করা হয়, মূলত তারই ইবাদাত করা হয়। মুমিন-জীবনের সর্বাধিক পঠিত প্রতিশ্রুতি—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।'[২]

কথাটির মাঝে বিদ্যমান ইবাদাতের তাৎপর্য এই যে, মুমিন আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান মান্য করবে না। আল্লাহ বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

---

[১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪৪

[২] সূরা আল-ফাতিহা, ০১ : ৫

‘যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলো।’[৩]

সূরা ফাতিহায় পঠিত প্রতিশ্রুতির দ্বিতীয় অংশ—‘আমরা শুধু তোমারই সাহায্য চাই’। প্রতিশ্রুতিটির অর্থ হলো—যা-কিছু বাহ্যত একমাত্র আল্লাহর হাতে, সে-সমস্ত বিষয়ে অন্য কারও কাছে সাহায্য না চাওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখা; যেমন জন্ম-মৃত্যু-সন্তান-জিন-জাদু হতে সুরক্ষার প্রার্থনা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন,

عَلَى اللَّـهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

‘যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহরই উপর ভরসা করো।’[৪]

এই প্রতিশ্রুতিটি আমরা দিনে কত শত বার পাঠ করছি! অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমরা হরহামেশাই শিরকে লিপ্ত হচ্ছি।

আমাদের কাছে ইবাদাতের অর্থ যতটুকু না অস্পষ্ট, সাহায্য-প্রার্থনা মানে কী—তা আরও বেশি অস্পষ্ট। আকীদার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আমাদের কাছে অস্পষ্ট হওয়ার কারণেই তাবিজ-কবচ, কুফুরিতন্ত্র ও তাগুতের তোষামোদিতে ভরে গেছে মুসলিম-সমাজ আর উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মুমিনদের মাঝে প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের শিরক ও কুফুরির।

জিন-জাদু ইত্যাদি প্যারানরমাল বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত। অথচ একজন মুমিনের বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, জিন-জাদু-বদনজর ইত্যাদি প্যারানরমাল বিষয়ে এবং জাগতিক যাবতীয় সমস্যায় শুধু আল্লাহর সাহায্য নিতে হবে এবং প্রচলিত সমস্ত কুফুরি শিরক বিদআত পরিহার করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনও মন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শ করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।’[৫]

## ভয় ও আশার সমন্বয়ে প্রার্থনা

কুরআন-হাদীসের জায়গায় জায়গায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে শিখিয়েছেন, কীভাবে জিন ও মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয়-প্রার্থনা করতে হয়। এ-সমস্ত প্রার্থনা দ্বারা উপকৃত হওয়া তখনই সম্ভব, যখন আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, ‘অবশ্যই আমাদের এ ফরিয়াদ আল্লাহ শুনছেন এবং শোনেন।’ আবার এ

[৩] সূরা আল-আনফাল, ০৮ : ১
[৪] সূরা আল-মাইদাহ, ০৫ : ২৩
[৫] সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ২০০

অনুভূতিটুকুও থাকতে হবে যে, আমাদের পাপের ফলে কিংবা কোনও হিকমাহ-র কারণে আল্লাহ এ দুআ ফিরিয়েও দিতে পারেন। আল্লাহর প্রতি আস্থার নাম হলো আশা; আর নিজেদের পাপের কারণে দুআ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার শঙ্কার নাম হলো ভয়। আল্লাহ বলেন,

ادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

'তাঁকে ডাকো ভয়ে ভয়ে এবং আশায় আশায়'[৬]

আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নবিগণের বিভিন্ন দুআ উল্লেখ করেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। আমরা সে-সমস্ত দুআর মধ্যে আশা ও ভয়ের চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাই। যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম-এর অবস্থা দেখুন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ; চুল পেকে সাদা হয়ে হয়েছিল; হাড্ডিগুলোও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আবার তার স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। এমন মানুষ কী করে আল্লাহর কাছে সন্তান-প্রার্থনা করে! হতাশ হওয়ার সমস্ত কারণই সেখানে ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন, হতাশ না হওয়ার জন্য আল্লাহর রহমতই যথেষ্ট। তিনি তার সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়ে দুআ করলেন,

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

'হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যের কারণে সাদা সাদা চুলে মাথা যেন জ্বলে ওঠেছে; অবশ্য তোমাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি! আমি আমার পরে উত্তরসূরি নিয়ে আশংকা করছি; তা ছাড়া আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে ওলি দান করো।'[৭]

সুবহানাল্লাহ! দুআর মাঝে তিনি ভয় ও আশার কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটালেন! আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা সেই সালাতের মাঝেই কবুল করলেন এবং তাকে সন্তানরূপে নবি ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দান করলেন। রুকইয়ার সময় অবশ্যই এ আয়াতটি মনে রাখুন : "তোমরা আল্লাহকে ডাকো আশায় আশায় ও ভয়ে ভয়ে।"

## আস্থার অনুপাতে সাহায্য

আল্লাহর প্রতি আস্থা যেমন হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুরতও তেমন হবে। যদি আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে ও বিশুদ্ধ নিয়তে রুকইয়া না পড়ি এবং যদি আল্লাহকে পূর্ণরূপে ভয় না করি, আমাদের রুকইয়ায় এবং কুরআন তিলাওয়াতে প্রভাব সৃষ্টি নাও হতে পারে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে কি না—তা কিছুটা বোঝা যাবে, যখন শরীরে লটকানো

[৬] সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ৫৬
[৭] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪-৫

শিরকি তাবিজ, পাথর ও শিকড়-বাকড় ছুড়ে ফেলব। ওয়াল্লাহি! শিরকি তাবিজ-কবচ ঝুলিয়ে রাখলে, রুকইয়ার কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ, এ কেমন আস্থা! আপনি বিশ্বাস করছেন, কুরআন দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়! অথচ কবচ ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমাদের মাঝে পূর্ণ আল্লাহভীতি তখনই প্রকাশ পাবে, যখন আমরা নির্জনে আল্লাহকে ততখানিই ভয় করব, যতটুকু আমরা ভয় করি জনসম্মুখে।

এ জন্যই কুরআন মাজীদের রুকইয়া দ্বারা যিনি উপকৃত হতে চান, তার আবশ্যকীয় গুণ হলো তিনি মুত্তাকি হবেন এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

> 'আমি আমার বান্দার ঠিক ততটা পাশে, যেমনটা বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।'[৮]

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

> 'আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আমি তো কাছেই আছি। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন কেউ আমাকে ডাকে।'[৯]

জেনে রাখুন প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আপনার তিলাওয়াত শুনছেন! আপনার দুআয় সাড়া দিচ্ছেন! আপনার সমস্ত আর্জি শুধু আল্লাহরই কাছে নিবেদন করুন; জিন-জাদুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তার আর্জি কেবল আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত করুন!

এই বইয়ে মন ও দেহের সুরক্ষার জন্য যা যা আমল আমরা জানব, মূলত সবই আল্লাহর কাছে ব্যক্ত-করা কিছু আর্জি! আমলের কোনও প্রভাব নেই; যতটুকু আর্জি আল্লাহ কবুল করবেন, ততটুকু সমাধান হবে। প্রিয় পাঠক! রুকইয়ার তাৎপর্য ও দুআর প্রভাব কখনও সাইন্সের পাল্লায় মাপতে যাবেন না। এতে দুআও হবে না; রুকইয়াও না। আল্লাহ চাইলে তো বাহ্যত অসম্ভব যে-কোনও বৈধ-প্রার্থনাও কবুল হতে পারে। আস্থা রাখুন! রুকইয়া করুন। একটি ঘটনা শুনুন : ফিরআউন-এর নির্যাতন থেকে পালাতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীরা রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়ল; ফিরআউনও তাদের পিছু নিল। মুমিনরা হঠাৎ দেখল, তারা ভুল পথ ধরেছে। সামনে উত্তাল সমুদ্র; পেছনে ফিরআউন ও তার লোকলসকর! এবার কী উপায়! তারা ঘাবড়ে গেল। পালিয়ে বাঁচার কোনও পথ তো আর রইল না! তারা মূসা আলাইহিস সালাম-কে বলল, 'হে মূসা! আমরা তো ধরা খেয়ে গেলাম!' নবির ঈমান দেখুন! তিনি বললেন,

---

[৮] বুখারি, আস-সহীহ : ৭৪০৫

[৯] সূরা আল-বাকারাহ, ০২ : ১৮৬

كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

‘কক্ষনো নয়! নিশ্চয় আমার সাথে আমার রব আছেন! তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন!’[১০]

নবির পূর্ণ ইয়াকিন ছিল; আল্লাহর নির্দেশ এল, ‘তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো।’[১১] নবি আল্লাহর আদেশ মেনে সমুদ্রে আঘাত করলেন। আল্লাহর রহমতে উত্তাল সাগরের ঢেউ থেমে গেল; সাগরের মাঝে বারোটা রাস্তা হয়ে গেল! যেন সমুদ্র নয়, বরং সীসাঢালা প্রাচীর-বেষ্টিত বারোটা পথ! সে পথে হেঁটে হেঁটে মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীরা মুক্তি পেলেন; আর ফিরআউন ও তার দলবলের সেখানেই সলিলসমাধি হলো। নবির ঈমান সুদৃঢ় ছিল; উম্মাহও তাঁর ওসিলায় সমুদ্র পাড়ি দিলো। উম্মাহর আস্থা নড়বড়ে ছিল। ফলে ‘তীহ’ প্রান্তরে তারা চল্লিশটা বছর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াল।

সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পর তাদের কাছে আল্লাহর ফরমান এল, ‘জালিম আমালেক গোত্রকে পরাজিত করে সেখানে আবাস গড়ো।’ এককথায় তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এল। কিছু মুহূর্ত পূর্বে তারা এমন বিস্ময়কর নুসরত দেখেও আল্লাহর উপর আস্থা আনতে পারল না। তারা বলল,

يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

‘হে মূসা! আমরা সে জনপদে কখনোই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না ‘তারা’ ওখানে আছে। তুমি আর তোমার রব যাও; যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে আছি।’[১২]

হঠকারীদের আর জনপদে যাওয়া হলো না! কী হলো! মরুভূমিতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরো! ঘুরতে থাকো! কেটে গেল চল্লিশ বছর!

রুকইয়া ও মাসনূন দুআ পাঠের সময় অবশ্যই মনে রাখুন হাদীসে কুদসীটি—

‘আমি আমার বান্দার ঠিক ততটা পাশে, যেমনটা বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।’[১৩]

---

[১০] সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৬১-৬৩

[১১] সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৬২

[১২] সূরা আল-মাইদাহ, ০৫ : ২৪

[১৩] বুখারি, আস-সহীহ : ৭৪০৫

শুধু বানী ইসরাঈল নয়, আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকেও জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অস্ত্রের জিহাদ ছাড়াও তিনি আমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে বড় জিহাদ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

'তুমি তাদের সাথে কুরআনের মাধ্যমে বড় জিহাদ করো।'[১৪]

কুরআনে বর্ণিত এই 'তাদের' বলতে কারা? এরা হলো সমস্ত তাগুত; জাদুর ফুৎকারে ও ক্ষমতার দাপটে কিংবা লিখনীর প্রভাবে যারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধেও মুমিন লড়বে; কুরআন দ্বারা জিহাদ করবে। মুমিন কুরআনের বিধান মেনে কুরআনের মাধ্যমেই বিজয় ছিনিয়ে আনবে।

সুতরাং জেনে নিন, রুকইয়া শুরুর মাধ্যমে আপনি শুধু একটা চিকিৎসা-পদ্ধতিই গ্রহণ করছেন না; বরং জাদুকর ও তাবৎ বাতিলের মোকাবিলায় জিহাদের হাতিয়ার হাতে তুলে নিচ্ছেন। সুতরাং হে ভাই! রুকইয়া করতে গিয়ে যত কিছুই হোক! যত প্রতিক্রিয়াই ঘটুক! আল্লাহর প্রতি আপনার আস্থা যেন অনড় থাকে। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।

## আস্থা হারাবেন না

একটা নিবেদন! হতে পারে, আপনি দীর্ঘ দিন কোনও বিষয়ে দুআ করছেন, রুকইয়া করছেন; কিন্তু প্রত্যাশিত ফলাফল আসছে না। কখনও কখনও আপনাকে দীর্ঘ ধৈর্যেরও প্রমাণ দেওয়া লাগতে পারে। হতাশ হবেন না। কারণ এমনও তো হতে পারে, আল্লাহ আপনাকে ঝাঁকিয়ে দেখছেন। আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা তো বিপদের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়! যেমন পেরেক শক্ত করে গেঁথেছে কি না, একটু ঝাঁকুনি দিলেই বোঝা যায়। আল্লাহ ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর কোলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, মাঝে কতটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল? শিশু ইউসুফ যুবক হয়েছেন; যুবক বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি কাঁদতে কাঁদতে চোখ হারিয়েছেন। তবুও তিনি হতাশ হননি। যে বিপথগামী সন্তানদের জন্য তাঁর এ বিপদ, তাদেরকেও তিনি আল্লাহর রহমত হতে হতাশ হওয়ার অবকাশ দেননি। পিতা যখন ইউসুফ ও বিনইয়ামিনের খোঁজে তার ভাইদেরকে পাঠাচ্ছেন, দেখুন কী নাসীহা দিচ্ছেন তিনি!

وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّـهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

'তোমরা আল্লাহর রহমত হতে হতাশ হোয়ো না। কাফির ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না।'[১৫]

[১৪] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ :৫২

[১৫] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৭

রাকী কখনও আল্লাহর রহমত হতে হতাশ হয় না; হতে পারে না।

প্রিয় পাঠক! সমস্ত ঘটনাই তো আমরা জানি। তবু পুরনো কথা পুনারাবৃত্তি করা হলো, যেন আমরা একটু ভাবি; যেন আমাদের ঈমানকে নতুন করে ঝালাই করি। ইয়াকীনই হলো আল্লাহর কালাম দ্বারা ফায়েদা নেওয়ার মাধ্যম। ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সূরা ফাতিহার মাঝে কত যে রোগের আরোগ্য! মানুষ যদি সঠিকভাবে সূরা ফাতিহা দ্বারা চিকিৎসা করতে পারত, তা হলে মানুষ অনেক আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া দেখতে পেত।'[১৬]

আল্লাহর কুরআন নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। পৃথিবীর কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না; কেউ আপনার মোকাবিলায় আসার সাহসটুকুও পাবে না; সব নাস্তানাবুদ হবে; হবেই ইন শা আল্লাহ। আপনার দায়িত্ব শুধু আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা। মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি আদেশ এসেছিল—'সমুদ্রে আঘাত করো।' তিনি সমুদ্রে আঘাত করেছিলেন। আপনাকে কিন্তু সমুদ্রে আঘাত করতে বলা হয়নি। আপনার প্রতি আল্লাহর সাধারণ নির্দেশ—সমস্ত অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের জন্য তুমি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ো। আল্লাহর আদেশ শুনুন; আল্লাহর আশ্বাসে আস্থা রাখুন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

'যখন তুমি কুরআন পড়বে, আমি তোমার মাঝে এবং যারা পরকাল-দিবসে ঈমান রাখে না, তাদের মাঝে একটা অদৃশ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেবো।'[১৭]

কুরআনের তাৎপর্য ও রুকইয়ার প্রভাব নিয়ে কি আর কোনও সংশয় থাকতে পারে? তো শুনুন! একবার মূসা আলাইহিস সালাম-এর লাঠি সত্যিকারের সাপ হয়ে জাদুকরদের সমস্ত জাদুর লাঠি ও রশি খেয়ে ফেলেছিল। তার আগে দেখুন, তাকে কতগুলো ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর পরিবার নিয়ে মাদইয়ান থেকে ফিরছেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে রেখে আগুনের সন্ধানে বের হলেন। এমন সময় নির্জন জায়গায় আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-কে ডাকলেন। ঘটনাটা আল্লাহ সূরা ত্ব-হা ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। গায়েবি আওয়াজে আল্লাহ বললেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ

'হে মূসা! তোমার হাতে ওটা কী?' মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'এটা আমার লাঠি। এটা দিয়ে আমি মেষপালকে পাতা পেড়ে দিই; এর উপর ভর

[১৬] মুহাম্মদ সাদিক হাসান খান, নুযূল আবরার বিল ইলমিল মাসুর বিল আদয়িতি ওয়াল আযকার, পৃষ্ঠা : ৯৯
[১৭] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৫

দিয়ে চলি; এবং এটা আমার আরও অনেক কাজে আসে।' আল্লাহ বললেন, 'লাঠিটা ছুড়ে ফেলো।'[১৮]

এত কাজের লাঠি! যেটা এক দেশ থেকে আরেক দেশে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সেটা ফেলে দেবো? মূসা আলাইহিস সালাম লাঠি ফেলে দিলেন। একি! এ দেখি জ্যান্ত সাপ! আল্লাহ বলেন, 'সাপটা ধরো; ভয় পেয়ো না।' এ কেমন কথা! লাঠি ফেলে দেওয়াটা না হয় সহজ ছিল! কিন্তু জ্যান্ত সাপ ধরা চাট্টিখানি কথা! আল্লাহর আদেশে মূসা আলাইহিস সালাম লাঠিটা তুলে নিলেন। লাঠিটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল। কতটুকু ঈমান থাকলে এমন লাঠি ধরা সম্ভব! সেই লাঠি নিয়ে চলা সম্ভব! আল্লাহর প্রতি নবিদের ঈমান তো এত দৃঢ়ই হয়। আল্লাহ এবার বললেন,

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

'ফিরআউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। অতঃপর তাকে গিয়ে নম্র কথা বলো; যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে কিংবা ভীত হয়।'[১৯]

এ কী কথা! যে শাসকের ভয়ে প্রবাসে পরে রইলাম দশ দশটা বছর, এখন কিনা তার কাছে গিয়ে তাকে তার ধর্মের বিপরীতে কথা বলতে হবে! আবার সে নাকি ভীত হবে! আল্লাহর প্রতি কতটুকু আস্থা থাকলে ফিরআউনের কাছে যাওয়া সম্ভব! মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের কাছে গেলেন। ফিরআউন ভীত হলো। মূসা আলাইহিস সালাম-কে দমাতে সে-সমস্ত জাদুকরকে সমবেত করল। আস্থা ও বিশ্বাসের এতগুলো ধাপ পেরিয়ে এবার এল যুদ্ধের পালা! জাদুকরদের সঙ্গে যুদ্ধ! হক-বাতিলের যুদ্ধ! সে যুদ্ধে আল্লাহর অনুমতিতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর হাতের লাঠি জাদুকরদের সমস্ত জাদুকে ধুলিস্যাৎ করে দিলো; গিলে খেলো ওদের জাদুর সমস্ত সাপকে।

উম্মাহর কোনও ব্যক্তির ঈমান নবিদের ঈমানের কাছেও পৌঁছবে না। তবুও আল্লাহ এ-সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন কুরআনের জায়গায় জায়গায়, যেন আমরা উপকৃত হতে পারি। আমাদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে যে, কুরআন তিলাওয়াত করার দ্বারা বহু জাদুর রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। কতবার দেখলাম! মূসা আলাইহিস সালাম ও জাদুকরদের যুদ্ধসংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করার সঙ্গে সঙ্গে জাদুর রোগী বমি শুরু করছে; ঢলে পড়ছে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে। আসলে এ ধরনের বমির দ্বারা জাদুর পয়জনগুলো বের হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে উত্তম বাণী আর কী হতে পারে? আর কবচ-মন্ত্র-জাদু তো নিঃসন্দেহেই নিকৃষ্ট কথা। উত্তম কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ বলেন,

[১৮] সূরা ত্ব-হা, ২০ :১৭-১৯
[১৯] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৪৩-৪৪

ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

'..উত্তম বাণীর দৃষ্টান্ত হলো একটি উত্তম বৃক্ষ, যার শেকড় মাটিতে প্রোথিত আর শাখা-প্রশাখা সারা আসমান বিস্তৃত; যে বৃক্ষ তার রবের আদেশে সব সময় ফল দেয়..।' 'আর নিকৃষ্ট কথার দৃষ্টান্ত হলো একটা নিকৃষ্ট গাছ; যেটা মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে; যে গাছের কোনও অস্তিত্বই নেই।'[২০]

আল্লাহ বলেন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

'হক এসেছে; বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বাতিল নিঃশেষ হবেই।'[২১]

কুরআনের একটা নাম হক, আর নিঃসন্দেহে সমস্ত জাদুই বাতিল। কুরআনে আছে, মূসা আলাইহিস সালাম জাদুকরদের বলেছিলেন,

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ سَيُبْطِلُهُ

'তোমরা যা-কিছু এনেছ সব জাদু। আল্লাহ অবশ্যই এসব ধ্বংস করবেন।'[২২]

আপনার কি মনে হয়, কুরআনের এই আয়াতটি যখন আপনি তিলাওয়াত করবেন, তখন জিনের আছর কিংবা জাদু কিছুই কি টিকতে পারে?

বর্তমান সময়ে কুরআন-সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের কত প্রসার ঘটেছে! অথচ উম্মাহ এখনও জিন-জাদু-বদনজর ও মানসিক রোগসংক্রান্ত বিষয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত; তারা আজও কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত চিকিৎসা-পদ্ধতি রেখে জাহিলিয়াত-বেষ্টিত-বিদআত, নাজায়েজ ও কুফুরি চিকিৎসায় লিপ্ত। মুসলিম-সমাজ যেন কুসংস্কার ভুলে শুদ্ধের পথে চলতে পারে, সে প্রত্যাশায় রুকইয়ার মূল আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। ইন শা আল্লাহ।

## রুকইয়া শারইয়্যা : রাসূলের একটি সুন্নাহ চিকিৎসা

বরিশালের মাহমুদ। হঠাৎ হঠাৎ সে অচেতন হয়ে পরে। হ্যালুসিনেশন বা অলীক-প্রত্যক্ষণ রোগে আক্রান্ত সে। মানে সে এমন অনেক কিছুই দেখে, যা অন্যরা দেখে না। মনমরা ভাব, ভীতি ও নানা ধরনের সমস্যা দিন দিন তার মাঝে সৃষ্টি হতে থাকে। সে বিভিন্ন

[২০] সূরা ইবরাহীম, ১৪ :২৪, ২৬
[২১] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ :৮১
[২২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৮১

মনোবিজ্ঞানী ও কনসালটেন্ট দেখিয়েছে। কিছুতেই কিছু হয় না। বিভিন্ন কবিরাজও দেখানো হয়েছে তাকে। কবিরাজ বাড়ি বন্ধ করে; তাবিজ দেয়; তেল-পড়া দেয়; জিন বন্দি করে; ঘটি কলসি... আরও কত কী! কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে একজন রাকীর কাছে গেলেন তিনি। রাকী তাকে আর কিছু নয়; কুরাআনের আয়াত পড়ে ঝাড়লেন; আর কিছু মাসনূন দুআ দিলেন। কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতেই সে হরহর করে বমি শুরু করল। এটি জাদুর লক্ষণ। জাদুর রোগীকে যখন রুকইয়া করা হয়, মানে কুরআন পাঠ করে এবং 'দুআ-ই-মাসূরা' পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা হয়, তখন তার মাঝে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। অন্যতম একটি লক্ষণ হলো বমি। বমির মাধ্যমে জাদুর প্রতিক্রিয়া ও পয়জনগুলো দূর হতে থাকে। হতে পারে, মাহমুদের প্রাথমিক পর্যায়ে মানসিক রোগ ছিল; তবে জিন-জাদুর সমস্যা ভেবে যেসব কবিরাজের কাছে সে গিয়েছে, তারাই তাকে চিকিৎসার নামে জাদু করেছে। কেননা কবিরাজরা জিনের মাধ্যমে কিংবা তাবিজের মাধ্যমে যে তদবীর করে, সেটাও এক রকম জাদু। হ্যাঁ, হয়তো তাদের উদ্দেশ্য ভালো। উদ্দেশ্য ভালো আর খারাপ যাই হোক! কুফুরি তো কুফুরি! আবার এমনও হতে পারে, আসলে তার সমস্যাটি শুরু থেকেই জাদুর প্রতিক্রিয়া।

জাদু, জিন কিংবা বদনজর কোনওটারই অস্তিত্ব অস্বীকারের সুযোগ নেই; এবং এগুলোর প্রভাব সত্য। তবে জাদু, জিন ইত্যাদির তা'সীর কোনও রোগ নয়; বরং রোগের কারণ। সেই রোগগুলো শারীরিক রোগ বা মানসিক রোগ বিভিন্নভাবেই প্রকাশ পেতে পারে। জিন-জাদু-ওয়াসওয়াসা-বদনজর থেকে সুরক্ষা ও পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও উম্মাহকে কুরআন ও দুআ মাসূরা পাঠ শিখিয়েছেন। কুরআনকে আল্লাহ আরোগ্য বলেছেন। শুধু জিন-জাদু-ওয়াসওয়াসা নয়, আল্লাহ কুরআনে আরোগ্য রেখেছেন অন্তরের ব্যাধির, শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক ব্যাধির। আল্লাহ বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

'আমি কুরআনের এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছি, যা আরোগ্য এবং রহমত মুমিনদের জন্য।'[২৩]

## রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা

রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ ফুঁ দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা। তবে পারিভাষিক অর্থে শব্দটিকে আমরা ফুঁ দেওয়া অর্থে ব্যবহার করি না; বরং 'পাঠ করা' অর্থে ব্যবহার করি। অর্থাৎ রুকইয়া মানে রোগী নিজে কুরআন পাঠ করবে কিংবা অন্য কেউ রোগীর কাছে কুরআন পাঠ

[২৩] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮২

করবে।

ব্যক্তি যখন শারীরিক, মানসিক, আত্মিক কিংবা জিন, জাদু ও বদনজর ইত্যাদি রোগ থেকে আরোগ্যের প্রত্যাশায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে নিজে কুরআন পাঠ করে কিংবা অন্য কেউ তাকে পাঠ করে শোনায়, একে আমরা শারঈ রুকইয়া বলি। শারঈ রুকইয়ার মাঝে শুধু কুরআন নয়, হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহও অন্তর্ভূক্ত। রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় রাকী রুকইয়া পড়ে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারে আবার ঝাড়ফুঁক না করলেও সমস্যা নেই।

রুকইয়ার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য উল্লেখ করছি যে, পারিভাষায় রুকইয়াকে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করছি, সে অর্থে শব্দটির প্রয়োগ আমরা হাদীস থেকেই নিয়েছি; এবং শারঈ রুকইয়ার সমস্ত পাঠও আমরা হাদীস থেকেই লাভ করেছি। জিবরীল আমীন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল আমীন বললেন,

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়া করছি, যে-সমস্ত বিষয় আপনাকে কষ্ট দেয় তা থেকে; সমস্ত মানুষ ও হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে; আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন; আল্লাহর নামে আপনাকে রুকইয়া করছি।"[২৪]

## যে ঝাড়ফুঁক রুকইয়া শারইয়া হবে না

রুকইয়া মানে ঝাড়ফুঁক হলেও ইসলামে কেবল সেসব রুকইয়ারই অনুমতি আছে, যেটা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ হতে গৃহীত। যদি কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করে রুকইয়া করা হয়, তা কখনোই শারীআসম্মত রুকইয়া বলে গণ্য হবে না। যেমন কুফুরি-কালাম বলা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাহায্য চাওয়া। তবে হ্যাঁ, সরাসরি আল্লাহর কাছে যে-কোনও ভাষায় আরোগ্যের দুআ করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দিলে কোনও সমস্যা নেই। এটা জায়েজ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু সেই রুকইয়ারই অনুমতি দিয়েছেন, যেখানে কোনও শিরক নেই। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

[২৪] মুসলিম, আস-সহীহ : ২১৮৬

‘ঝাড়-ফুঁকে কোনও সমস্যা নেই যদি তাতে শিরক না থাকে।’[২৫]

এ ছাড়া সমস্ত শিরকি রুকইয়া ও তাবিজ-তাওলিয়াকে তিনি নিষিদ্ধ করেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘নিঃসন্দেহে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও তাওলিয়া শিরক।’[২৬]

## ইসলামে রুকইয়ার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা

আপনি কি কখনও সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর অর্থ পড়েছেন? সূরাদ্বয়ের অর্থ নিয়ে কখনও ভেবেছেন? আল্লাহ এ সূরাদ্বয়ে ‘বলো, বলো’ বলে বেশ কিছু বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সে-সমস্ত বিষয়ে মূলত বেশ কিছু বিষয় থেকে আশ্রয় (পানাহ) চাইতে শিখিয়েছেন। বলতে পারেন, আল্লাহ কী হতে আশ্রয় চাইতে শিখিয়েছেন? তিনি আশ্রয় চাইতে শিখিয়েছেন জাদু থেকে; বদনজর-সহ সমস্ত হিংসার অনিষ্ট থেকে থেকে; ওয়াসওয়াসা প্রক্ষেপণকারী খান্নাসের ওয়াসওয়াসা থেকে এবং... এবং... ইত্যাদি আরও কিছু বিষয় থেকে। এ সূরাদ্বয়ই হলো রুকইয়ার ভিত্তি। রুকইয়া হলো এ-সমস্ত আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা। আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

> ‘যখন এ দুটি সূরা নাযিল হলো, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন-জাদু ইত্যাদি হতে আশ্রয় চাওয়ার অন্য সমস্ত বাক্য ও কালাম বর্জন করলেন।’[২৭]

সূরা দুটির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে যেসব বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে শেখানো হয়েছে; সে-সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে। এ ছাড়া ফকির কবিরাজ শিকড়-বাকড় সব বর্জন করতে হবে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য ও তাঁর পরিবারের জন্য রুকইয়া করেছেন; অপর ভাইয়ের অসুস্থতায় রুকইয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিভিন্ন আপদে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার আদেশ করেছেন; সূরা ফালাক ও সূরা নাসের মতো মহামূল্যবান দুটি সূরা দিয়েছেন। কুরআনে অবশ্য রুকইয়া পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়নি; বরং ব্যবহৃত হয়েছে ‘ইয়াজ’ বা ‘ইস্তিআজা’। যার অর্থ আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহ কুরআনে যে-সমস্ত জায়গায় জিন-জাদু-ওয়াসওয়াসা ও হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়া শিখিয়েছেন, সব জায়গায় তিনি ‘ইয়াজ’ ও ‘ইস্তিআজা’ শব্দপ্রয়োগ করেছেন। মানে তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন।

---

[২৫] মুসলিম, আস-সহীহ :২২০০

[২৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ :৩৬১৫

[২৭] তিরমিযি, আস-সুনান : ২০৮৫

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ও রাসূল-পরবর্তী সাহাবা-যুগে সাধারণ অসুস্থতা, জিন, জাদুর সমস্যা-সহ যাবতীয় পরিস্থিতিতে রুকইয়ার আমল হত। কিছু নমুনা দেখুন,

**১.** আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে, তিনি তাঁর তার ডান হাত দ্বারা রোগীকে ছুঁয়ে, তার জন্য আল্লাহর শরণ চাইতেন। তিনি এ দুআটি পড়তেন,

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ, وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً.

‘হে আল্লাহ! হে সমস্ত মানবের স্রষ্টা! আপদ দূর করুন; আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনও আরোগ্য নেই। আপনার আরোগ্য দানের পর কোনও রোগ থাকতে পারে না।’[২৮]

**২.** আসমা বিনতে উমায়িস রদিয়াল্লাহু আনহা জানিয়েছেন, জাফর বিন আবূ তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক সন্তান অসুস্থ হওয়ার পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রুকইয়া করাতে বলেছিলেন।[২৯]

**৩.** এক ইয়াহূদি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জাদু করেছিল। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ সময়টাতে অনেক কিছু না করার পরও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে মনে হতো, তিনি (নবিজি) সেগুলো করেছেন। একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন এবং খুব দুআ করলেন। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে দুজন ফেরেশতা পাঠিয়ে চিকিৎসাপন্থা বাতলে দিলেন। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ‘জানো? আল্লাহ আমাকে আমার আরোগ্যের পন্থা বাতলে দিয়েছেন! আমার কাছে দুজন লোক এলেন। তারা মূলত ফেরেশতা। একজন আমার মাথার কাছে বসলেন আরেকজন বসলেন আমার পায়ের দিকে। একজন আরেকজনকে বলছেন, এই ব্যক্তির সমস্যা কী? অপরজন বললেন, জাদুগ্রস্ত।

- কে জাদু করেছে?

- লাবিদ বিন আসেম

[২৮] বুখারি, আস-সহীহ : ৫৭৪৩

[২৯] তিরমিযি, আস-সুনান : ২০৫৯